দৈনিক

1 9 OCT 2002

ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের নেতৃত্বের লড়াই শুরু

মোশতাক আহমদ ॥ সারা দেশে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই শুরু হয়েছে। কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে এই লড়াই এখন প্রকাশ্য সংঘাতের রূপ নিচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রদলের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহও দেখা দিয়েছে। এসব জায়গায় আহ্বায়ক কমিটি থেকে বাদ পড়া নেতাকর্মীরা হামলা, ভাংচুর, অফিস দখল ও কেন্দ্রীয় নেতাদের কুশপুত্তলিকা দাহের ঘটনা ঘটিয়েছে। সংঘাত আর সংঘর্ষের আশঙ্কা মাথায় নিয়েই শুক্রবার থেকে জেলায় জেলায় সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। তবে পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক নেতা। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাহাবুদ্দীন লাল্টু বলেছেন, অসংখ্য যোগ্য নেতাকর্মীর মধ্যে সবাইকে এক সঙ্গে কমিটিতে স্থান দেয়া সম্ভব নয়। তাই বাদ পড়া নেতাকর্মীরা সাময়িকভাবে মান-অভিমান করতেই পারে। তবে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে কেউ জড়িত হলে কঠোরভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকলেও ছাত্রদলকে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত করার লক্ষ্যে গত ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সাহাবুদ্দীন লাল্টুকে আহ্বায়ক করে এই কমিটি গঠন করা হয়। বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের পরামর্শে এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সকল ইউনিটের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। তরুণ ছাত্রদের দিয়েই কেবল কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে ১৭ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি দেশের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা সফর করেন এবং ছাত্রদলের বিভিন্ন ডাটা সংগ্রহ করেন। কিন্তু কমিটি গঠনের গুঞ্জনে দেশের বিভিন্ন জেলায় ছাত্রদলের মধ্যে গ্রুপিং শুরু হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সফরের সময়ই যশোর, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রামে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ও মহড়ার ঘটনা ঘটে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা বিভিন্ন জেলার কমিটি বিলুপ্ত করেন। কিন্তু এতে করে নেতাকর্মীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। নেত্রকোনায় ছাত্রদলের এক প্রতিমন্ত্রী গ্রুপের সঙ্গে এ্যান্টি গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। সর্বশেষ বিদ্রোহের দানা বেঁধে যায় চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের আহ্বায়ক কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে। গত রবিবার মীর নাছির

আল নোমান গ্রুপের ইয়াছিন চৌধুরী লিটনকে সদস্য সচিব করে এই কমিটি গঠন করা হয়। জানা গেছে, এ কমিটির অধিকাংশই অছাত্র বিবাহিত ও সন্ত্রাসী। কমিটিতে বাদ পড়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান গ্রুপের নেতাকর্মীরা। বাদ পড়া এসব নেতাকর্মী এতে মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হয়। তারা ক্ষোভে বিক্ষোভে চট্টগ্রাম দলীয় অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়, দাহ করে ইলিয়াছ আলী এমপির কুশপুত্তলিকা। উল্লেখ্য, ছাত্রদলের সাংগঠনিক ট্যুরের সময় ইলিয়াছ আলী সাবেক ছাত্রদল নেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শুধু অফিস তালাবদ্ধ আর বিক্ষোভ করেই ক্লান্ত হয়নি তারা, নবগঠিত কমিটি রাঙ্গুনিয়ায় জিয়ার মাজারে ফুল দিতে গেলে সেখানেও বিদ্রোহীরা হামলা চালায়। এতে ৫ নেতা আহত হয়। তারা এক প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি বহরও অবরোধ করে। এ অবস্থায় চট্টগ্রামে ছাত্রদলের মধ্যে যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে। থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে পুরো চট্টগ্রাম শহর। শুধু চট্টগ্রামই নয়, নারায়ণগঞ্জে মোশাররফ হোসেনকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠন করা হলে ক্ষুব্ধ হয় কমিটি থেকে বাদ পড়া মিশনপাড়া গ্রুপ হিসাবে পরিচিত মাশুকুল ইসলাম রাজিব গ্রুপের নেতাকর্মীরা বুধবার শহরে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করে। বিদ্রোহীরা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাহাবুদ্দীন লাল্টুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। ঢাকা মহানগর কমিটি নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অধিকাংশ নেতাকর্মী। জানা গেছে, ঢাকা মহানগর উত্তরের কমিটিতে ওয়ার্ড কমিশনার রাজু হত্যা মামলার এক আসামীকে স্থান দেয়া হয়েছে। স্থান দেয়া হয়েছে মুরাদ হত্যা মামলার আসামীসহ বেশ কয়েকজন চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে। এ নিয়ে সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। শেরপুর জেলাতেও দু' গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ৫ ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কমিটি নিয়েও ব্যাপক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে নেতাকর্মীদের মধ্যে। এ নিয়ে ছোটখাটো বেশ কয়েকটি ঘটনাও ঘটেছে। বুধবার রাতে সূর্যসেন হলের কর্মিসভায় দু' গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। এর আগে সলিমুল্লাহ হলেও দু' গ্রুপের মধ্যে রাতভর মহড়া চলে। বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদলের এক কর্মীকে আরেক গ্রুপের কয়েক ক্যাডার মারধর করে। এ অবস্থায় শুক্রবার থেকে জেলায় জেলায় ছাত্রদলের সম্মেলন শুরু হয়েছে।

এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নেতৃত্বের লড়াই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব সম্মেলনে বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা প্রকাশ